সংবাদ

16 MAR 2000

শিবিরকে প্রতিষ্ঠায় জামায়াতি চাপ

জবিতে ফের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে শিক্ষক ফোরাম

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা লাঞ্ছনার ঘটনায় অভিযুক্ত ২ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হলেও নতুন করে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে শিক্ষক ফোরাম। ক্যাম্পাসে ঘাঁপটি মেরে থাকা জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের চাপে নতুন করে আন্দোলনের কর্মসূচি দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবিরকে প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষক আন্দোলনকে দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে শিক্ষকদের মধ্যেই বিভক্তি দেখা দিয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১১টায় শিক্ষক ফোরামের নেতারা কলা অনুষদের অডিটরিয়ামে এক বৈঠকে বসেন। এ বৈঠকে সাধারণ শিক্ষকদের একটি অংশ উপস্থিত থাকলেও বড় একটি অংশই উপস্থিত ছিল না বলে জানা গেছে। বেলা ২টার দিকে বৈঠক শেষ করে শিক্ষক ফোরামের নেতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর

কর্মসূচি : পৃঃ ১১ কঃ ৭

কর্মসূচি : আন্দোলন

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কাজী আসাদুজ্জামান নতুন আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

নতুন আন্দোলন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে প্রতিদিন বেলা ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত ১ ঘন্টার ক্লাস বর্জন ও কালো ব্যাজ ধারণ। আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এ কর্মসূচি চলবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত লাগাতার ক্লাস বর্জন কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। শিক্ষক নেতারা জানান, বৃহস্পতিবারের মধ্যে অপরাধীদের গ্রেফতার করা না হলে আরও বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি দেয়া হবে।

বৈঠক সূত্র জানায়, তদন্ত কমিটি ২ ছাত্রকে অভিযুক্ত করে রিপোর্ট দিয়েছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ২ ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কার করার ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে। ফলে অনেক শিক্ষকই বৈঠকে আন্দোলন প্রত্যাহার করার কথা বলেছেন। কিন্তু জামায়াতপন্থি কয়েক শিক্ষকের চাপে শিক্ষক ফোরাম নতুন কর্মসূচি দিতে বাধ্য হয়েছে।

সূত্র জানায়, অভিযুক্ত ছাত্রদের বহিষ্কার ঘোষণা দেয়ার পর অনেক সাধারণ শিক্ষকই তাদের কালো ব্যাজ খুলে ফেলেন। কিন্তু জামায়াতপন্থি শিক্ষকরা গতকালের মিটিংসহ শুক্রবারের পরীক্ষায় দায়িত্ব পালনের সময়ও কালো ব্যাজ ধারণ করেছিলেন। তাছাড়া শিক্ষকদের বিক্ষোভ-সমাবেশে অনেক জামায়াত শিক্ষক উস্কানিমূলক বক্তব্যও রেখেছিলেন।

সূত্র জানায়, ছাত্রলীগ গত ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ দিন অভিযান চালিয়ে ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রশিবিরের ক্যাডারদের হটিয়ে দেয়ার পর তারা আর ক্যাম্পাসে আসেনি। কিন্তু শিক্ষিকা লাঞ্ছনার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের নামে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে ক্যাম্পাসে অবস্থান নিতে চায়। পাশাপাশি এ ঘটনার দায়ভার ছাত্রলীগের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য জামায়াতপন্থি শিক্ষকরা উঠেপড়ে লেগেছেন বলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেছে।

শিক্ষিকা লাঞ্ছনার ঘটনাকে জামায়াতি শিক্ষকদের ভিন্ন খাতে নেয়ার পাঁয়তারা লক্ষ্য করে অনেক শিক্ষকই নিজেদের আন্দোলন থেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। এতে তাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে।

ছাত্রলীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ 'সংবাদ'কে জানান, শিক্ষিকা লাঞ্ছনার মতো ঘটনাকে আমরা নিন্দা জানিয়েছি। আমরা এর সুষ্ঠু বিচারও দাবি করেছি। তারপরও জামায়াত শিক্ষকরা ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করতে চান। তারা বলেন, ছাত্রলীগের চোখ-কান খোলা আছে। কেউ বিষয়টি অন্য খাতে নেয়ার চেষ্টা করলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ছাত্রলীগ তা মোকাবেলা করবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং শিক্ষক ফোরামের সদস্য সচিব কাজী আসাদুজ্জামান বলেন, ডিসি শিক্ষকদের কর্মসূচির প্রতি একমত হয়ে অভিযুক্তদের বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। এতে শিক্ষক সমাজ খুশি হয়েছে। তবে নতুন করে কর্মসূচি কেন- এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সাধারণ শিক্ষকদের চাপে পড়ে নতুন করে কর্মসূচি ঘোষণা করতে হয়েছে। তবে তিনি জামায়াত শিক্ষকদের চাপের কথা অস্বীকার করেন।